কোভিড-১৯ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে আপনার যে ১০ টি বিষয় জানা উচিত

সেভ দ্য চিলড্রেনের প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ, ১৮ মার্চ ,২০২০

বিভিন্ন দেশে এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে,প্রতিবন্ধীরা এই বক্তব্য তুলে ধরেছেন যে সরকারি তথ্য বোধগম্য ফরম্যাটে প্রচার করা হয় না এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেসব সহায়তা সেবার ওপর নির্ভর করেন সেই সেবাগুলো কমে যাওয়ার ক্ষতিপূরণ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন যা এখান থেকে পড়া যাবে।

১. সকল সাড়াদান প্রচেষ্টা এবং জরুরি প্রস্তুতি অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে।

এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে ভাইরাসটির বিস্তার রোধ করতে গৃহিত সকল প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী এবং কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। সকল তথ্য ও কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও শিশুদের জন্য প্রবেশগম্য বা অ্যাকসেসিবল করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যাতে তারা অন্যান্য ব্যক্তিদের মতো সমানভাবে এর সুবিধা নিতে পারে। সহায়তা কাঠামোয় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মতো কিছু ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে হওয়া উচিত। মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা বিষয়ক আইএএসসি গাইডলাইনটি এখানে পাবেন। এর বেশিরভাগই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. সাড়াদান কার্যক্রমের সকল ধাপে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের নিয়ে কাজ করে এরকম সংস্থাগুলো যুক্ত থাকবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই সবচেয়ে ভালো জানেন কীভাবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যাক্তি/গোষ্ঠীর সব ধরনের সাড়াদান প্রচেষ্টা, প্রস্তুতি, তথ্য এবং সেবা প্রদানে অন্তর্ভুক্ত করা যায় প্রতিবন্ধিতা আন্দোলনের একটি স্লোগান হলো 'আমাদের বাদ দিয়ে, আমাদের জন্য কিছুই নয়' যার মাধ্যমে এ বার্তাটির ওপরে জোর দেয়া হয়েছে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সমুন্নত করার জন্য যা কিছু করা হোক না কেন সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। সংকটকালে বাদ-পড়া এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা যেখানে অপ্রতুল, বিশেষ করে সেইক্ষেত্রে এটি সত্যি। আমরা যে সব দেশে কাজ করি তার বেশিরভাগে দেশের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলোর একটি তালিকা এখানে পাবেন।

৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উচ্চ-ঝুঁকিতে থাকা একটি অন্যতম গোষ্ঠী

যদিও কেবলমাত্র প্রতিবন্ধিতা কোনো ব্যক্তিকে উচ্চ-ঝুঁকিসম্পন্ন গোষ্ঠীতে ফেলে না, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকে যা ভাইরাসের প্রভাব আরো ভয়াবহ করতে পারে। করোনাভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য সর্বত্র সহজলভ্য কিন্তু উচ্চ-ঝুঁকিসম্পন্ন কোনো ব্যাক্তি/গোষ্ঠীর সদস্যের কি করা উচিত সে বিষয়ে খুব সামান্য ই তথ্য রয়েছে । ফলে, উদ্বিগ্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনেক প্রশ্ন থাকে।

৪. এটি বলা ঠিক নয় "চিন্তা করবেন না, কোভিড-১৯ কেবলমাত্র বয়স্ক ব্যক্তিদের এবং যাদের আগে থেকে বিদ্যমান অথবা দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যগত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্যই ভয়াবহ হতে পারে।"

এ ধরনের কথা মানবাধিকার নির্ভর পদ্ধতির সাথে খাপ খায় না। সংস্থা হিসেবে সেভ দ্য চিলড্রেন কেবলমাত্র যে শিশু অধিকার বিষয়ক কনভেনশনকেই সমর্থন করে তাই নয়, এটি একইসাথে সর্বত্র সকল মানুষের অধিকারকেও সমর্থন করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশনে সমর্থন দেয়। এছাড়াও এ ধরনের কথা মারাত্মক এবং জটিল প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন ব্যাক্তি/শিশুদের ওপর ভাইরাসটির বিস্তার রোধ নেতিবাচক) 'অসুস্থ' অথবা 'দুর্বল' মানুষ[প্রভাব ফেলে।

৫. গণস্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তাগুলো অবশ্যই বিভিন্ন বোধগম্য ফরম্যাটে প্রচার করতে হবে

যেহেতু মানুষ বিভিন্নভাবে তথ্য বিনিময় করে থাকে এবং তাদের বোঝার পদ্ধতিও নানারকমের হয়, সেজন্য বিভিন্ন রকমের যোগাযোগ ফরম্যাটে তথ্য প্রচার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য শিশু-বান্ধব হতে হবে,এছাড়াও অডিও মাধ্যমে, বড় বড় অক্ষরে, সহজে পড়া যায় এমনভাবে, ছবি এবং সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে তথ্য দিতে হবে। যাদের শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাদের জন্য তথ্য হটলাইন হিসেবে মেসেজ এবং ইমেইলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট উদাহরণ দেখতে লিংকগুলোতে যান।

৬. অটিজম আক্রান্ত শিশু অথবা যেসব শিশুর নিয়মিত রুটিন অনুসরণ করতে হয় তাদের ক্ষেত্রে রুটিনের ব্যাঘাত কঠিন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে

স্কুল না যেতে পারা, হাঁটতে না যেতে পারা অথবা স্বাভাবিক খাবার খেতে না পারার মতো প্রাত্যহিক রুটিনের ব্যাঘাতের কারণে যে সব পরিবারে প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে তারা উচ্চমাত্রার চাপ অনুভব করতে পারেন এবং তাদের অনেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। অনেক শিশু অথবা বাবা-মা নির্দিষ্ট নিয়মে অভ্যস্ত থাকেন, যখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তখন পরিবারে চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হতে পারে যা প্রতিবন্ধী শিশুদের এবং তাদের ভাইবোনদের দুর্দশা অথবা নির্যাতনের উচ্চ ঝুঁকি ফেলতে পারে।

৭. নিয়মিত ওষুধ পাওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে

সুস্থ এবং কর্মক্ষম থাকতে অনেক প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করতে হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যাঘাত এবং স্বাস্থ্যসেবা দানকারী ক্লিনিকগুলোর স্বাভাবিক সেবা দানের ক্ষমতা কমে যাওয়ায়, প্রতিবন্ধী শিশুরা সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ওষুধপত্র ও সেবা থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। এটি বিশেষভাবে সেই সব ক্ষেত্রে সত্য যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সামাজিক ভুল ধারনা অথবা সচেতনতার অভাবের কারণে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন।

৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সংক্রান্ত সতর্কতাগুলো অনুসরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারেন

অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে দিনের বেলায় বিভিন্ন কাজে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতার ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমন - হাত ধোয়া, খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ পরা, হাঁচি দেয়ার সময় কিছু দিয়ে নাক-মুখ ঢাকা, টিস্যু পেপার ফেলা, কাপড় কাচা ইত্যাদি। যখন দৈনন্দিন কাজকর্মে অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়,তখন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া ও সেলফ-আইসোলেট করা/ থকে সম্ভব নাও হতে পারে। মুদি দ্রব্য ও বাজার সংগ্রহ ও মজুদ করে রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাওয়াও আরেকটি চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে শিশুরা ঝুঁকিগ্রস্ত, এছাড়াও প্রতিবন্ধী পিতামাতার কমবয়সি শিশুরাও ঝুঁকিগ্রস্ত হতে পারে।

৯. করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে স্বাধীনতা খর্ব হতে পারে এবং অসহায়ত্ব বাড়তে পারে

স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য। কোয়ারেন্টাইন বা ঘরবন্দী অবস্থা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো পরিস্থিতিতে ঘরে স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে সহায়তা ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করতেন তা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা অথবা পরিবারের সদস্যরা যদি সংক্রমিত হন তাহলে জীবিকা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং এর ফলে তারা তাদের নিয়মিত সহায়তামূলক কাজগুলো করতে পারবেন না। আমরা সবাই সেরিব্র্যাল পালসিতে আক্রান্ত ১৬ বছরের সেই চীনা ছেলেটির কথা শুনেছি যে অবহেলার কারণে মারা যায়, যখন ছেলের দেখাশোনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করে তার বাবাকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোয়ারেন্টাইনে চলে যেতে হয়/হয়েছিল। সহায়তা ও সাহায্য প্রদানকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্তগ্রহণ অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। আবাসিক স্থাপনার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্যি। কাছের ব্যক্তি এবং সহায়তা প্রদানকারী নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, বিশেষ করে শিশুদের, সকল ধরনের নির্যাতনের সামনে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেয়া হয়।

১০. আবাসিক বিদ্যালয় এবং দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নির্যাতনের ঝুঁকি তৈরি হয়

আবাসিক বিদ্যালয় এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র বন্ধ করা হলে বা সেবা দান বাতিল করা হলে, ঘরে যত্ন নেওয়া এবং কার্যক্রম চালানোর ভালো ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু অন্যান্য শিশুদের তুলনায় প্রতিবন্ধী শিশুদের বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয়, তাই যেসব পরিবার এ ধরনের শিশুদের সারাদিন বাড়িতে রাখতে অভ্যস্ত নয় তাদের সমস্যা হতে পারে, যার ফলে শিশুটির প্রতি নির্যাতন, অবহেলা এবং সহিংসতার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। হঠাৎ করে কোন কিছু বুঝে ওঠার আগে দেখাশোনার লোক এবং সুরক্ষা নেটওয়ার্কে পরিবর্তন ঘটার ফলে শিশুর মানসিক ক্ষতি হতে পারে।